পরমহংসের উক্তি ।

(২য় সংখ্যা)

এবং

সংক্ষিপ্ত জীবন ।

কলিকাতা ।

৭২ নং অপার সারকুলার রোড, বিধান যন্ত্রে
রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
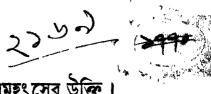
১৮০৮ শক, মাঘ ।

পরমহংসের উক্তি।

প্রেম ভক্তি কিরূপে স্থায়ী হয়?

জলপূর্ণ কলস ঘরে সিকার উপর তুলিয়া রাখিলে কিছু দিন পর সেই কলসের জল শুকাইয়া যায়, কিন্তু কলসকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখ তাহার জল কখন শুষ্ক হইবে না। সেইরূপ প্রেমময় ঈশ্বরের সত্তায় যে আত্মা নিমগ্ন তাহার প্রেম কখন শুষ্ক হয় না। এক দিন প্রেম ভক্তি লাভ হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সিকায় তোলা জলের ন্যায় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

গুয়ে মাছি কখন কখন ময়রার দোকানে মিষ্টান্নের উপর যাইয়া বসে, আবার কোন মেথ-

রাণী নিকট দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইতে সেই
পাইয়া মিষ্টান্ন ছাড়িয়া বিষ্ঠায় যাইয়া বসে, কি
মৌমাছি মধুপানেই সর্ব্বদা মত্ত থাকে। এই
সংসারাসক্ত মন স্থির হইয়া ঈশ্বরের প্রে
পান করিতে পারে না, বার বার সংসারের দি
পাপের দিকে দৌড়ে যায়, ভক্ত হরিপাদ
মধুপানে মগ্ন থাকেন। ঘোর বিষয়ীর মন গোব
পোকার ন্যায়, গোবরে পোকা গোবরের ভি
থাকে, গোবর ছাড়া অন্য কিছুই তার ভাল ল
না, পদ্মের ভিতরে জোড় করিয়া বসাইয়া দি
সে ছটফট করিবে। সেইরূপ বিষয়ী মন বি
ছাড়া ধর্ম্মের দিকে কথন যায় না।

সাধনের কিরূপ অবস্থা ?

পক্ষিগতি বানরগতি ও পিপীলিকাগতি, এ
ত্রিবিধগতির ন্যায় সাধনের ত্রিবিধ অবস্থা। প
গাছে বসিয়া একটি ফল ঠোকরাইল, ফলটি হ

জীবের কয় প্রকার অবস্থা ?

ত্রিবিধ অবস্থা। বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। কতকগুলি মাছ আছে যে জালেতে জড়িয়া পড়ে, মুক্ত হইবার জন্য কিছুই চেষ্টা করে না, কতক গুলি মাছ আছে জাল ডিঙ্গাইয়া যাইবার নিমিত্ত লম্ফ ঝম্প করে, কোন কোন মৎস্য সবলে জাল ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। সংসারজালে এইরূপ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধকের বল কি ?

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন বল।

পাপ তাড়ানের উপায় কি ?

লোকে হাতে তালি দিয়া যেমন গাছের কাক তাড়ায়, সেইরূপ হাততালিতে হরি বলে মনবৃক্ষের পাপপাখী তাড়াইয়া দেও।

পৃথিবীর লোকের পূজা ও অর্চ্চনাদি কেমন ?

সংসারের লোকে যে সকল পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়, আসল পাইলে তাহারা আর এ সকল পূজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন আসল ঘর প্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়।

ধ্রুব প্রহ্লাদ কিরূপ ছিলেন?

ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না, অধিক বয়সে সাধনে সেরূপ সুম-ধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না।

নানা দেশে নানা জাতিতে ঈশ্বরের নানা নাম, তাতে কি কিছু দোষ আছে?

কিছু দোষ নাই, এক গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্বতন্ত্র নাম, এক জল তাহাকে পানি বলে আবার ওয়াটরও বলে, তাহার যে নাম হউক না কেন সমুদায়ই তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ঈশ্বর কোথায় আছেন, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই, ঈশ্বর সংসারে আছেন সাধন চাই।

ঈশ্বর কি ভাবে দেহে স্থিতি করেন?

তিনি পিচকারীর কাটীর মত আল্‌গা থাকেন।

ভক্ত একা থাকিতে ভালবাসেন না কেন?

একা খেয়ে গাঁজাখোরের সুখ হয় না। ভক্তও গাঁজাখোরের ন্যায়, একা মার নাম করিতে তাঁর মনে তেমন আনন্দ হয় না।

সাধুনামে পরিচিত সকলই কি সমান?

সাধু সকলেই, তবে কিনা কোনটা সাধু খাওয়া যায়, কোনটা জলশোচে আইসে।

কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে?

ঝিক্‌নে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব নিব আগুন উস্কে

উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের জাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়।

মানুষ সিদ্ধ হলে কি আর সংসারীদের দল-ভুক্ত হয় না?

না, যেমন মাটি একবার পুড়িয়ে খোলা হইলে আর কখন মটির সঙ্গে মিশে না, সেইরূপ। ধান্য সিদ্ধ হইলে যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুরোদগম হয় না, সেইরূপ সিদ্ধ মনে আর সংসারাসক্তি জন্মে না।

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা?

যেমন আলু ইত্যাদি সিদ্ধ হলে কোমল হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ মন কোমল হইয়া থাকে।

নির্লিপ্ত সংসারী কেমন?

নির্লিপ্ত সংসারী রাজার বাড়ীর দাসীর ন্যায়। রাজবাড়ীর দাসী রাজার ছেলে মেয়েকে আদর

যত্ন করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের সেবা করে; কিন্তু জানে যে সেই ছেলে মেয়ে তার নয়, রাজার।

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওট। তোমার কোন কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে।

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট, তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন?

হাঁ তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন হরণ করেন।

প্রেমাভক্তি কিরূপ?

প্রেমাভক্তিতে সাধক খুব আত্মীয়ভাবে ঈশ্ব-

রকে ডাকেন, তাঁকে আমার মা বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না।

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন হয়?

হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে দর্শন হয়। হৃদয়-সরোবর যখন কামমাবায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।

হরির আগমন কিরূপে হয়?

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হয়। হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়ীতে অগ্রে পাঠান, প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়ীতে গমনকালে পূর্ব্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছেনা কেন?

সাঁকোর জল যেমন এক দিক্ দিয়া আইসে আর এক দিক্ দিয়া চলে যায়, অনেকের পক্ষে ধর্ম্মকথা তদ্রূপ, তাহারা এক কাণ দিয়া শোনে, তাহাদের অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ?

এক জনে দুর্গোৎসব অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত করে, লোক দেখাইবার জন্য এবং বাহ্যিক আমোদ ও জাঁকজমকের জন্য করে না, ইহাকে সাত্ত্বিক দুর্গাপূজা বলা যায়। এক জন পূজোপলক্ষে বাড়ী ঘর খুব সাজায়, নৃত্য গীত ও ফলারের ঘটা করে, ইহাকে রাজসিক পূজা বলা যায়। অন্য এক জন পূজায় পাঁঠা মহিষ কাটে, এবং অশ্লীল নাচ গান মদ মাংসে মত্ত হয়, এইরূপ পূজাকে তামসিক পূজা বলা যায়। এক ব্যক্তি

তাহার বন্ধুকে বলিয়াছিল, "এবার পূজা উঠালে কেন ভাই ?" সে বলিল, "দাঁত পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজায় সুখ নাই।" অর্থাৎ দাঁত পড়াতে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায় না, দুর্গোৎসব করে কি করিবে ?

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগর বক্ষস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি সাগরেতেই তাহার স্থিতি। উভয় বস্তুতঃ এক, প্রভেদ এই যে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আশ্রয় ও আশ্রিত।

ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায় ?

রাঙ্গা মুড় রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়। তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত সাধন চাই।

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না ?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপে চিকের ভিতরে যাইয়া তাঁকে দেখেন।

তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই ?

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাঁতে মন চাই।

তাঁতে মন রাখিয়া কি ভাবে সংসার করিতে হয় ?

যেমন ছুতরের স্ত্রী ধান সিদ্ধ করে, উনলে কাঠ গুজে দেয়, ঢেঁকী দিয়া সিদ্ধ ধান চাল করে, আবার হাত দিয়া ধান নেড়ে দেয়, এ দিকে স্বামীর সঙ্গে কন্নার কথা কয়, কিন্তু তার দৃষ্টি হাতের প্রতি থাকে ; সেইরূপে ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে সংসারের সমুদায় কাজ কর্ম্ম করতে হয়। কলস মাথায় করে নট যেমন নৃত্য করে, কলসের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে?

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোণা হয়, কিন্তু তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল মন্দ আমিত্ব থাকে না।

বিরক্ত বৈরাগী কি রূপ?

যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে বৈরাগী হয়ে বাহির হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দুই দিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরী জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য থাকে না।

হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না!

ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে সেই হাইকোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহারী মাজিষ্টর। একেবারে

কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে হারি মিত্র হওয়া যায়।

আমি সংসারের হিসাব ভাবিয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, বলুন আমার আর কি হইবে?

যতক্ষণ গাছ গুণবি ততক্ষণ আম খা, সংসার না ভাবিয়া ধর্ম্ম ফল খা।

ভক্তির তম কি রূপ?

বাহু তুলে নৃত্য করে হরি বোল বলা ভক্তির তম।

ঈশ্বর কি ভাবে দেখা দেন?

বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছ দেখা যায় না। ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ দুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায়, পরে বড়শিবিদ্ধ হয়। তদ্রূপ ভগবান্ ঘনসচ্চিদানন্দ গূঢ়ভাবে থাকেন, যোগ ধ্যান প্রেমভক্তির চার দিতে দিতে কখন কখন দৈবাৎ তিনি

আসিয়া দেখা দেন। তৎপর ধরা দিয়া থাকেন।

বিষয়লালসা কিরূপে দূর হয়?

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের আর বিষয়লালসা থাকে না।

স্বামীর সম্বন্ধে সতী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রী কিরূপ?

সতী স্ত্রী বিদ্যার শক্তি। তিনি আপন স্বামীকে বিষয়সুখের জন্য লালায়িত দেখিলে সাবধান করিয়া বলেন, "ছি ছি জঘন্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর।" মন্দ স্ত্রী অবিদ্যার শক্তি, সে ভগবদ্ভক্ত পতিকেও সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে।

কি প্রকার লোক অন্য লোকের নেতা হইতে পারে।

যে গরুর মস্তকে গোরচনা থাকে সে দলের অন্য অন্য গরুর অগ্রে অগ্রে গমন করে। সেই-রূপ যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে তিনিই অপর সক-লের নেতা হন।

ব্রহ্ম নির্ব্বিকার হইলে তাঁহার লীলা কিরূপে সম্ভব?

বৃক্ষের ছায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বৃক্ষের মূলদেশ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। সেইরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না, অথচ তাঁহার লীলা পরিবর্ত্তনশীল।

সঙ্গীত কি ভাবে করিতে হয়?

হস্তীর দুই প্রকার দন্ত, এক প্রকার দেখা-ইবার জন্য অন্য প্রকার আহারাদি করিবার জন্য, সেইরূপ সঙ্গীতাদিও দুই প্রকার, এক প্রকার সঙ্গীত লোককে শুনাইবার জন্য, অন্য প্রকার ভোগ করিবার জন্য।

সকল মনুষ্যই কি ভগবান্‌কে দেখিতে পাইবে?

কোন জীবই একেবারে উপবাসী থাকে না, তবে কিনা কেহ নয়টার সময়, কেহ দুইটার সময়, কেহ বা সন্ধ্যার সময় আহার করে। সেইরূপ সকলে কোন না কোন সময় ভগবান্‌কে দেখিবে।

স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্র ভাব কিরূপে রক্ষা করা যায়?

লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনী প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত হয়। যিনি পৃথিবী স্বজন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহে না। প্রায় সকলেই বাগান ও পরির মূর্ত্তি দেখে ভুলে যায়। যাহার বাগান ও পরির মূর্ত্তি তাঁহাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে চায়। স্ত্রীলোকেরাই পরি, তাহারা মোহিনী মায়া। মেয়ে আর মায়া এক। অবিদ্যা-রূপ মেয়ে কাল সাপের ন্যায় পুরুষের চৈতন্য

হরণ করে। কিন্তু যাহারা প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতে পান তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক মেয়ে জগজ্জনীর প্রেরিতা।

স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরম হংস।

আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭৫৬ শকে ১০ ই ফাল্গুন বুধবার শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি জিলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপুর কামার পুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রিতে তিনি ঐহিক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পাঁচ মাস ২০ দিন হইয়াছিল। কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগে বৎসরাধিক কাল ক্লেশ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমহংস দেবের পিতার নাম ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, তিনি এক জন সাধক যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১০। ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হই-

তেই রামকৃষ্ণের অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন স্থানে যোগী সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করিতেন, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া কৌপিন করিয়া পরিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখন ভুলিতেন না। ধর্ম্মের সুকঠিন জটিল বিষয় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

প্রুত হইল, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পৌরোহিত্য করিতে হইবে বলিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি কলিকাতার অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণ কিছু কাল জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। যখন রাণী রাস মণি দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহপূর্ব্বক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু রামকৃষ্ণের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ দরিতে থাকেন। কিছু কাল পরে মথুর বাবু তাঁহাকে কালীদেবীর মন্দিরে পূজা ও পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ এই ভাবে

কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে অবস্থিতি করেন। পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজাইতেন ও দেবালয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এক দিন তিনি কালীপূজা করিতে বসিয়া পুষ্পচন্দনাদি বিগ্রহের মস্তকে অর্পণ না করিয়া নিজের মস্তকে স্থাপন করেন। কখন কখন তিনি কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুর বাবুর ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে থাকেন। তদবধি নবযুবক রামকৃষ্ণ রিপু দমন ও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। উক্ত দেবালয়ের সন্নিহিত ভাগীরথীতীরে পঞ্চবটীমূলে তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র। ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্রাদিবিহিত নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে

সাধন করেন নাই। আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত লইয়া রিপুদমন, বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যোগসাধন ঈশ্বরদর্শনের জন্য নানা পন্থা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখন নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন, কখন প্যাঁজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ করিয়াছেন, কখন বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনূমান সাজিয়া রাম রাম বলিয়াছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর তাঁহাকে রীতিমত নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই, তাঁহার শরীরে এরূপ উত্তাপবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, শীতকালের রজনীতেও তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দ্দন করিতে হইত। অনেক দিন তিনি সূর্য্যাস্ত গমন কালে ভাগিরথীতীরে বসিয়া মা, দিনতো চলিয়া গেল, কিছুই যে হইল না, এই বলিয়া

ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেন। ইদানীং কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-লাভের উপায় কি? তিনি বলিলেন, ব্যাকুলতাই তাহার উপায়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ব্যাকুলতা হয় না, আমার প্রতি এক সময় ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়াছিল। প্রথম হইতে তিনি কামিনী কাঞ্চনকে ঈশ্বরপথের প্রবল শত্রু জানিয়া এই তুইয়ের ঘোর বিরোধী হন। কঠোর সাধনা-বলে কামিনী কাঞ্চনের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন। কামিনীর উপর জয় লাভ করিবার জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন। স্বয়ং অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্ত্রী সাজিয়া সাধন করিয়াছেন। নারী-মাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাঁহার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার ভার্য্যার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। স্ত্রীর নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে

রামকৃষ্ণ কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিক ভাবে কি সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহু কাল পরে পত্নীকে নিকটে আশ্রয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় থাকিতেন। রামকৃষ্ণ সাধনের অবস্থায় টাকা মাটি টাকা মাটি বলিয়া টাকা গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। মথুর বাবুর প্রদত্ত ভাল ভাল বস্ত্র ও শাল দোশালা ছিল, তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করেন, কতক গুলির মধ্যে থুথু দিয়া মাটি মাখিয়া লোকদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে এরূপ অবস্থা হয় যে, টাকা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। এক দিনও তিনি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করেন নাই, কখন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি

তাঁহার একান্ত বিরাগ ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। একদা এক জন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছু কাল কথোপকথনের পর পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, দেখিতেছি, আপনার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হয়, আমি কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার সুদে আপনার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "দুঃ শ্যালা।" তাহাতে বড় লোকটি চূর মুখ ন

হইয়া গেল। তিনি বিষন্নভাবে মাথা হেট করিয়া রহিলেন। এইরূপ নিঃসম্বল বৈরাগী পুরুষের পীড়ার অবস্থায় চিকিৎসাদির জন্য প্রায় বৎসরাবধি কাল প্রতি মাসে দেড় শত দুই শত টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে, প্রায় এক শত টাকা ভাড়া করিয়া কাশীপুরে সুন্দর বাগান বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? ৮ বৎসর পর রামকৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ সমাধির ভাব তেমন ভক্তির মত্ততা প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আন-

ন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।” পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এ সমুদায় লক্ষণই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী

ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস ভক্তির মত্ততা অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র হইছে। তিনি এক জন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তযোগে অতি সুন্দর সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণ কাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা, সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্র তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয়

নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্য-শূন্য সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃৎপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত। তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভ্যতা জানিতেন না। অনেক সময় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মচর্চ্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা সাকার নিরাকার মিশ্রিত ছিল। তিনি কালী ও মা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন ও মত্ত হইতেন। জিজ্ঞাসামতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি হস্তনির্ম্মিত খড় ও মাটির কালী মানি না, আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দ। যাহা বৃহৎ ও গভীর

তাহাই কাল বর্ণ. সুবিস্তৃত আকাশ কাল বর্ণ, সুগভীর সমুদ্র কাল বর্ণ। আমার কালী অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী চিদ্রূপিণী। তিনি মুর্ত্তিপূজা করিতেন না। পরমহংসদেব এক দিন পথ দিয়া যাইতে এক জন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে। তাঁহার যেমন শাক্ত ভাব, তেমনি বৈষ্ণব ভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তাঁহাতে যোগ ভক্তির আশ্চার্য্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্য কালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগ সমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তি-

ভাব ঋষিভাব সমুদায় তাঁহাতে পূর্ণভাবে লক্ষিত হইয়াছে। সাধনের প্রথম হইতে তাঁহার জীবনে ধর্ম্মসমন্বয় ও নববিধানের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। সেই উদার ভাবের ভাবুক না হইলে কি তিনি কখন পঁ্যাজ খাইয়া আল্লা নাম জপ করিতেন? তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, গৌর নিত্যানন্দ ইত্যাদি ছবির সঙ্গে যিশু খ্রীষ্টের ছবিও প্রাচীরে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, তাঁহাকে অনেক সময় লাল পেড়ে ধুতি পরিতে দেখা গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতেন বটে, কখন কখন তাহা জীবনের বন্ধন বলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সাধনার সময় হইতে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বহু বৎসর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিয়া-

ছেন। তিনি খাওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরা-ইতেন, উপবীত ফেলিয়া দিলে গলায় পরাইয়া দিতেন।

রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের প্রারম্ভভাগে ভাগিরথীতীরে একটি একতালা ঘরে অবস্থিতি করিতেন। অন্য কোথাও প্রায় তাঁহার গতিবিধি ছিল না, কদাচিৎ স্বদেশে যাইতেন। পূর্ব্বে এক বার মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আপ-নার ভাবে আপনি মগ্ন, যোগ সমাধি ও ভক্তির মত্তভায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। লোক জন বড় তাঁহার নিকটে যাইত না, প্রায় কাহার নিকটে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। দক্ষি-ণেশ্বরের গ্রামের লোক তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলি-য়াই জানিত। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য অনুক্ষণ ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূশা করিতেন।

১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮।৯ টার সময় পরমহংস দেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্রসেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উদ্যানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তরুতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযমন ও বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন করেন। তখন আচার্য্যদেব বন্ধুবর্গ সহ উদ্যানস্থ সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা

ছেকড়া গাড়ীযোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্য্য দেবকে বলেন যে, আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভাল বাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানু-কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংসদেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসের পরিধানে একখানা লালা পাড়ওলা ধুতিমাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কান্ধে ফেলিয়াছিলেন, দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ, আমি জানিতে চাহি। এই রূপে সৎপ্রসঙ্গ

আরম্ভ হয়। পরে পরমহংস একটি রাম-প্রসাদী গান করেন, গান করিতে করিতে। তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা এই এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ অন্তে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, তৎপর প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারি-লেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত

হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সে দিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস পরম হংস "গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু সিং দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে স্বজাতি বলিয়া গা চাটাচাটি করে।" "বেঙাচির লেজ খসিয়া পড়িলেই ডাঙ্গায় লাফিয়া বেড়ায়।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। সাধু সাধুকে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্য্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য্যভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য

আচার্য্যদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল লোক আসিয়া যুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কত আনন্দের স্রোত প্রমত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকা আরোহণে ব্রাহ্মমণ্ডলী সহ আচার্য্য মহাশয় পরমহংসদেবের নিকটে যাইতেন। কখন কখন বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ও আমোদ করা উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমহংস দ্বারা আচার্য্যদেব আচার্য্য দ্বারা পরমহংসদেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। পরম হংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই

অবস্থাটী পরমহংস হইতেই আচার্য্যদেব বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল, পরম হংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অনেক সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও আচার্য্যের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্ম্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন। যখন আচার্য্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্য্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও চরিত্র পুস্তকে ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিবরণ সকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মগণ তো

উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতেন, ব্রাহ্ম ব্যতীত অপরশ্রেণীর নর নারীও দলে দলে গমনাগমন করিতেন। নূতন ধর্ম্ম দান ও সত্য প্রচার বা একটা নূতনমণ্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ আধারে নয় সে আধারে, অর্থাৎ কেশব চন্দ্রে। কিন্তু পরে অনেক লোককে তিনি সাধন ভজনসম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ দিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবক অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিলাম ন্যূনাধিক পাঁচ শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না, এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত পৌরোহিত্য, ও গুরুব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্ব্বে আমি এক দিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখ্‌লাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাতনা ডুবেছে, সে দিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝাগেল সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভিতরে কিল-

বিল করছে।” পরমহংস দেবের সেই হইতেই আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যদেব তাঁহাকে কিছুই জানিতেন না। অনেক বৎসর পরে শুভক্ষণে বেল ঘরিয়ায় দুই জনের গাঢ় সম্মিলন হয়। তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্ম সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংস দেবের সমুদায় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের

নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন। কোন দিন কোন রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান্ জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্ব্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধু ভক্তিবিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্যভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাওয়ার চাহিয়া

খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরম হংস জিলিপি খাইতে ভাল বাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলিলেন, আমার "গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ, আর একটী শর্ষপপরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে।" তিনি বলিলেন, "যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টে স্বষ্টে চলিতে পারে না, এ অবস্থায়ও যদি লাট

সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়। এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।” আচার্য্য দেবের শেষ অবস্থায় সঙ্কট পীড়ায় সময় পরমহংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুই জনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্নে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন, মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া “এখানে তিন শত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন।” এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি পূর্ব্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া

পরমহংস অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন, "কেশব চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলে গিয়াছে। কেশব প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শত সহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হত, সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপরি গাছ তাল গাছের মত, শীতল ছায়া দানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।" কিছু দিন হইল, আচার্য্য দেবের এক খানা ছবি পরমহংস দেবের গৃহে তাঁহার একজন শিষ্য টাঙ্গাইতে গিয়াছিল. তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, "এ ছবি আমার কাছে রেখ না. ছবিতে কেশব চন্দ্রকে দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।" আচার্য্যমাতা ও আচার্য্যপত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মল চন্দ্র এক দিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংস দেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদি-

গাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদর যত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণ চন্দ্র ও নির্ম্মল চন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল। কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফ ঝম্প করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ

উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দহীন স্থির ভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জীবন-তরী পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। আমরা চৈতন্যপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতা ও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। কাহারও নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈববলে ও সাধন-বলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সার

ভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দু ধর্ম্মের সমুদায় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। তিনি যেসকল পদার্থকে দৃষ্টান্ত স্থল করিতেন সেই গুলি এক একবার তাঁহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইত। সেই মহৎ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় ষ্টীমারে চড়িবার সাধ প্রকাশ করেন। ১৮০৩ শক ১লা শ্রাবণ শুক্রবার আমাদের আচার্য্য দেব কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস দেবকে তুলিয়া লন। পরমহংস দেব ষ্টীমারের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে কোন বন্ধু জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিতে বলিলেন। তিনি এই উত্তর

প্রদান করিলেন, "আমার মন এইক্ষণ ঈশ্বরে বদ্ধ রহিয়াছে,তুমি কি বল এইক্ষণ আমি তাঁহা হইতে উঠাইয়া লইয়া এই দূরবীক্ষণে বদ্ধ করিব?"

১ লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কাশীপুরস্থ গোপাল বাবুর উদ্যান বাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহনগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে এক শত দেড় শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিন শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাট খানা বেশ সাজান হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তি সহকারে পদধারণ ও প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যান প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন। এক দল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ

করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু, বাবু রাজমোহন বসু ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই চারি জন বিধান-প্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বুদ্ধধর্ম্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রুস এ সকল চিহ্নে চিহ্নিত পতাকা সর্ব্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ঘাটে খট্টা স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩। ৪ টী সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত

পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্য নাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মিলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধ হয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছিল। শুনিলাম পূর্ব্ব দিন রাত্রি দশ টার সময় তিনি বলিয়াছিলেন আমার যে নাভিশ্বাস হইল, তৎপর তিন বার কালী নাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন, তাহা-তেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠসমুৎপন্ন প্রজ্বলিত বহ্নি তাঁহার পবিত্র দেহকে গ্রাস করে। তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্ম্মপিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন।

অনেক সুশিক্ষিত যুবকের সাধুভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অনেকে পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেক নববিধান প্রেরিত সেই মৃত্যুর দিন হইতে ৩। ৪ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন।

নববিধান

প্রেরিতগণের প্রতি বিধি।

প্রেরিতগণের প্রতি বিধি।

তপোবন।

৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬।

ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য প্রেম এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে, তাহারা বিশ্বাসিশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নহে।

সত্যের নিয়ম।—জিহ্বা দ্বারা সত্য কথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম।—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা সুমিষ্ট; ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাসা; অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ।—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনস্পর্শ যত দূর সম্ভব পরিহার; সংসারসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; দারিদ্র্যমধ্যে প্রফুল্ল থাকা; অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেব-দণ্ড ধনমানে ভোগবিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা; সম্পদ বিপদে পুণ্যবুদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লইবে।

এই সকল পাপ পরিহার করিবে;—

চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্য্যাতন; বিচ্ছিন্ন ভাবে দিনযাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইবার চেষ্টা; দোষ স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ফল আলোচনা; ব্রতসম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া

সঙ্গতির অতিরিক্ত ধন ব্যয়চেষ্টা; স্বাধীনতা-প্রিয়তা; পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ।

নূতন বিধি অবলম্বনীয় ;—

পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্য্যালয়ে অর্পণ করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া; আহারাদি-সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৈরাগ্যলক্ষণ গ্রহণ করা; দূর দেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা; সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন

ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা ; দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার ; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন ; একত্র ভোজন ও শয়ন।

এই আদেশ ও উপদেশ ; ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। (অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিবে।)

(দাস শ্রীকেশব চন্দ্র সেন)

নববিধানপ্রেরিত দলের প্রতি সেবকের নিবেদন।

১৮০২ শক, ৩রা চৈত্র।

নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার প্রভু, সুতরাং ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে

ব্যবহার, আমি তোমাদের কাছে সেই ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমি তোমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত সেবক। তোমাদের সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ। ভৃত্য প্রভুর সেবা না করিলে পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমার পিতা আমাকে অনেক কাল বলিয়াছেন যে, তোমাদের সেবা কার্য্য ছাড়িলে আমার পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে। অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে কখন বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবা গ্রহণ না করিয়া এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না। মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না।

তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিযাছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা আমার প্রেরিত নহ। তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমা-

দিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমা-
দিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে
সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ
করিয়াছেন। আমার অনধিকারচর্চ্চা পাপ।
তোমরা তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহাদিগের কথা
তাঁহাদের শিষ্যদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা
ইচ্ছা করিতেছেন তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের
জন্য প্রেরিত হও। এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরু-
ষেরা বর্ত্তমান থাকিয়া বলিতেছেন "নববিধানের
প্রেরিত দল, তোমরা দুঃখী পাপীর দুঃখে কাতর
হও। তোমাদের ভাই ভগ্নীরা নাস্তিকতা ও
অধর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া
তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।" এখনও ঈশা,
মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ গরম রহিয়াছেন।
তাঁহাদিগের উত্তেজক কথা শুনিয়া তোমাদের
আর নির্জীব ও শান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহা-

দিগের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎ-সাহ, নিরুদ্যম থাকিও না। সাধুদিগের জননী জগন্মাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা আমার সন্তান-গুলিকে বাঁচাও। দেখ, মদ ব্যভিচারে আমার সন্তানগুলি মারা যাইতেছে, তোমরা প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি নাকি মাতৃস্বভাব-বিশিষ্ট আমার এই মৃতপ্রায় সন্তানদিগের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আমি মা হয়ে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। ওরে সন্তানগণ, যদি মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে তবে মার দুঃখী সন্তান-দের দুঃখ দূর কর্।" হে নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা তোমাদিগের এই দীনহীন সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক, এবং সাধুমণ্ডলী এক, পরি-বার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য

উহাঁর পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। তাঁহাদিগের সকলের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে। তোমার নিজ জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্য করিবে। কোন একটি গুণের ভগ্নাংশে তৃপ্ত থাকিও না।

পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ কামনা করিবে না। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরসুখে সুখী হইবে, পরদুঃখে দুঃখী হইবে। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে

থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি. এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন প্রেরিতের দল পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত, বিবেকী বৈরাগী, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমা-দিগের কুবাসনা. আসক্তি, মায়া, অবিশ্বাস, স্বার্থ-পরতা রহিয়াছে। নববিধানের অস্ত্র ধারণ করিয়া এই সমুদয় শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি কবিতে করিতে নব বিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দী-পন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার

জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। তিনি যে দিকে চালাইবেন সেই দিকে চলিবে। একান্ত মনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়। ঈশ্বর-প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে। তোমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয় তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। যদি

কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে নববিধানের কথা বলিবে না; কেন না ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের অন্ন বায়ু শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাইবে। রাগ প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শক্রুতা করিবে, তাহাদিগের মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শান্তিবারি বর্ষণ করিবে। শক্রুর প্রতি রাগিও না; কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পারিল না এই বলিয়া কাঁদিও, দীনাত্মা ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। অনেক বিরোধী যদি দেখ তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া সংশোধন চেষ্টা

করিবে। তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্যসমীরণ ও শান্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তোমরা যে গ্রাম দিয়া যাইবে সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ। ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়সুখের ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে সুখ দেন তাহা যদি গ্রহণ না কর তবে তুমি স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দানসম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ করিও না, তাঁহাকে কখনও বলিও না, যে "তুমি আমাকে দুঃখ দেও, কিংবা বিষয়সুখ দেও।" ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্মের আদেশে ঘটনা গুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু

বলিয়া মানিবে। তাঁহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধ্যে ; কিন্তু ভয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাঁহার প্রেমিকের সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেমবায়ু যাহা আনে তাহাই গ্রহণ করিবে। লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে। পূর্ণ ব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কার্য্য করে না সে পুরস্কার পায় না। তোমরা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য করিবে এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবে, পরে দেখিবে ভগবান্ তোমা-দিগকে স্বর্গরাজ্য এবং যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আবশ্যক সকলই দিবেন। তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। গণিতশাস্ত্রের সত্যের ন্যায় তোমাদের

সত্তা বিশ্বাসে পরীক্ষিত হইবার বস্তু। এমন কোন কার্য্য করিবে না যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নর নারী উপধর্ম্মে পড়িতে পারে। 'তোমাদের পাপে কি আলস্যে যদি কোন নরনারী পাপ করে তোমরা দায়ী হইবে। যেখানে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে মারিতে আসিতেছে, যেখানে ব্যভিচার সতীত্বকে মারিতে আসিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্রদেহী ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহসী ও বিক্রমশালী হইয়া ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমরা বিশ্ববিজয়ী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রেরিতদল, তোমরা নির্ভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন তাহাদিগকে বধ করে কাহার সাধ্য? তোমারা যেমন আপনারা মোহজাল কাটিবে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীপুত্রদিগকেও মোহজাল কাটিতে শিখাইবে। হে প্রেরিত দল, যাহা তোমরা ঈশ্বরের নিকটে গোপনে শিখিয়াছ

নববিধানের ভেরী তুরী বাজাইয়া প্রকাশ্যে তাহা বল। নববিধানের ভিতরে সমুদয় পবিত্র চরিত্রকে টানিয়া লও। নব ভাব নব অনুরাগ, নবভক্তি প্রদর্শন করিয়া জগতের নরনারীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর।

প্রেরিত নিয়োগ।

অনুবাদিত।

যখন পরমগুরুর চারি দিকে শিষ্যগণ সমবেত হইলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদের মধ্য হইতে কতক গুলি লোককে মনোনীত করিব যাহাদিগের প্রেরিত ও প্রচারক আখ্যা হইবে, এবং যাহাদিগের হস্তে পৃথিবীতে আমার রাজ্যবিস্তারের কার্য্য অর্পিত হইবে।" অনেকে মনে করিলেন যে, তাঁহারাই আহূত হই-

যেন, এবং ভাবী নির্ব্বাচনের ব্যাপার তাঁহারা উচ্চ আশার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের উচ্চ পদ আছে, ধর্ম্ম ও সমধিক বিদ্যার জ্ঞান জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা অতীব বিশ্রব্ধ মনে সর্ব্বসম্মুখভাগে আসিলেন। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাদিগের কোন সংবাদ লইলেন না, এবং অতি সামান্য শ্রেণীর লোক হইতে তিনি তাঁহার লোক নির্ব্বাচন করিলেন। যাহাদিগকে পৃথিবী জানে না মানে না, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার কাজের জন্য মনোনীত করিলেন। সমবেত জনসমূহ আশ্চর্য্য হইল, এবং বলিল, প্রভু পরমেশ্বর জ্ঞানী পবিত্র সবল লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকলকে কেন গ্রহণ করিলেন যাহারা দুর্ব্বল দরিদ্র অপবিত্র? উপযুক্ত লোকদিগকে তিনি কেন মনোনীত করিলেন না? কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের নিয়োগপত্রী স্মরনে ছিল,

এবং তিনি তাহাদিগকেই মনোনীত করিলেন যাহারা মাতৃগর্ভে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা স্বাভাবতঃ উপযুক্ত, তৎকার্য্যোপযোগী স্বভাব রুচি প্রবৃত্তি ভাব যাহাদিগের প্রকৃতিতে নিহিত, তাহারাই নিযুক্ত হইল। সমবেত জনসমূহ ইহাতে গোলমাল করিতে লাগিল, কারণ তাহারা এই মননে অনুমোদন করে নাই। তাহারা মহাশক্তি পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর বাণী শ্রবণে নিস্তব্ধ হইলে, এবং সেই বাণী এইরূপ বজ্রধ্বনিতে বিনিঃসৃত হইল ;—

রে অল্পবিশ্বাসী মনুষ্যগণ, শ্রবণ কর্, এই সকল লোককে আমি আমার বাক্যের প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা দুর্ব্বল ও দরিদ্র, তবু আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিলাম, কেন না ইহাদিগের বিশ্বাস আছে। যদি তাহারা বিদ্বান্ না হয়, যদি তাহাদের পৃথিবীর সম্মান

না থাকে, যদি তাহারা ধনের অনুগৃহীত পাত্র না হয়, তাহাতে কি? একটি যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা তাহাদের আছে, তাহাদের বিশ্বাস আছে, সুতরাং আমি যাহা চাই সকলই আছে। তাহারা আমার দাস, এজন্য তাহাদিগকে সম্মান কর্‌ সমবেত জনসমূহ কম্পিত কলেবর হইল, এবং আর কোন কথা না বলিয়া বিধাতার নিষ্পত্তির বশতাপন্ন হইল।

তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর যাহাদিগকে প্রেরিতাখ্যা দান করিলেন তাহাদিগকে একত্র করিলেন, এবং অপর সকল হইতে প্রভেদক নির্শন তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। এই নিদর্শনোপরি এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল, "বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা।" তাহাদিগের অভিষিক্ত মস্তকোপরি তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। অপিচ যাই তিনি

আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে পবিত্র জ্যোতি তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল, উহা তাহাদিগের সমুদায় আত্মাকে উদ্দীপ্ত করিল, এবং তাহাদিগের হৃদয়কে দেবশ্বাসিতযুক্ত করিল।

পবিত্র পিতার চরণ তলে মনোনীত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিল, এবং করযোড়ে আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিল, প্রভো, তুমি তোমার নির্দেশ এবং তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে অর্পণ কর।

এই তোমাদিগের নিয়োগের স্বর্গীয় নিয়মাবলি। প্রিয় সন্ততিগণ, ইহা গ্রহণ কর, এবং আমার ভালবাসা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে বসতি করুক।

শিষ্যেরা বলিল, তথাস্তু।

তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর নবনির্ব্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন।

" তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না।

তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না।

আমার প্রেরিত হইয়া তোমারা যে সকল সেবার কার্য্য সম্পাদন কর তাহার জন্য বিনিময়-স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র করিবে না।

অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয় তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগের আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না।

তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক যেন সকলে তোমাদিগকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে। তোমরা তদ্রূপ প্রলোভ-নের অতীত হও।

মদ্য ও প্রমদা হইতে তোমরা বিমুক্ত থাক। গাম্ভীর্য্য সহকারে তোমাদিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্বের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

তোমাদের স্ত্রী পুত্র, গৃহ বিত্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাস কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তন্নিবাসিগণকে আশীর্যুক্ত এবং পবিত্র করিতে পারি।

ক্রোধী হইও না, কিন্তু যত বার তোমার বিরোধী তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তুমি সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর।

বন্ধু ও বিরোধী সমুদায় লোককে ভালবাস। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ কর।

তোমার জ্যেষ্ঠগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রান্ত, জ্ঞানী ও বৃদ্ধের সমাদর কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য যে সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিয়াছি তাঁহাকে সম্মান কর, এবং তৎপ্রতি হৃদয়ের প্রভুভক্তি, এবং তাঁহার সিংহাসনোপযোগী কর অর্পণ কর।

সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর মিথ্যা কথন অতীব জঘন্য পাপ। রসনাকে সংযত কর, এবং নির্ভয়ে সত্য বল।

বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব লইও না। আমি, আমায় আমার, এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমির স্বার্থপরতা ও অভিমান পরিহার কর, এবং

আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যত্বে নিমগ্ন করিয়া ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর।

সমগ্র হৃদয়ে সমগ্র আত্মাতে উৎসাহ উদ্যম ও প্রেম সহকারে নিত্য উপাসনা কর।

সর্ব্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান, এবং বিশ্বাস কর যে উপাসনায় অনিয়ম, অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, অসারল্য, বা শুষ্কতা মহাপাপ এবং এই পাপ আমার নিকটে অতীব ঘৃণ্য।

উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের এক-তানতা সহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্রই যোগ ও সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে।

আমাতে, অমরত্বে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম দুটিতে তোমার পিতা এবং তোমার গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর শুনিবে।

সমুদায় ঋষি ও শাস্ত্রের সম্মান কর।

উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার, এই সকল তোমার দৈনিক কার্য্য হইবে। এ সকলেতে সমুদায় দিন সমুদায় বর্ষ আমায় অর্পণ করিবে।

যাও গিয়া সকল দিকে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বীজ বপনপূর্ব্বক আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল অন্বেষণ করিও না, কিন্তু বিনীতভাবে প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।"

নববর্ষের প্রথম দিনে প্রেরিতদিগের প্রতি সেবকের নিবেদন।

কমলকুটির, ১৮০৫ শক।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু

মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃ-গণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা কবিয়া এই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধানসম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে। এত দিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া

থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্যপথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারকপরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্য অর্থ স্পর্শও করিবেন না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্য জন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে,

আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উহাঁরা দিবেন না, ইঁহারা লইবেন না। ভণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক, আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবি-

ব্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণীসহ বৈরাগ্য-ব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুই জনে একত্র হইয়া অর্থপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া পতিপত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নব-বর্ষের এই নব নিয়ম।

দ্বিতীয় নিয়ম, ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর। কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপ-স্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এতদ্ব্য-

ভীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটী কোটী কারণ অন্য পক্ষে থাকিলেও পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে পায়। ভালবাসার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে; প্রেমের অভূতপূর্ব্ব উদাহরণস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়; প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে; প্রেম শত্রুর সহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়

আর থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুষা শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন

এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিত দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সংকীর্ণতা যেন আর না থাকে।

চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চসাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইও না; ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্ব-

লিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধান সাক্ষী; ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথা গুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ, দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে; এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও; সমস্ত বৎসর, তোমাদের মধ্যে

এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন।* তাঁহার সমক্ষে তাঁহার অনুচরগণ, পিতার সন্তানগণের সমক্ষে গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।

১৮০৮ শক, মাঘ।

[illegible] নং অপার সারকুলার রোড, বিধান যন্ত্রে
শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
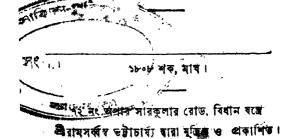
Theistic Devotions.

SERVICES AND PRAYERS

PUBLISHED BY THE

BRAHMO SOMAJ OF INDIA.

EDITED BY S. D COLLET.

BEDFORD:
ROWLAND HILL AND SONS, HIGH STREET.
1874.

The Congregational Service here reprinted is not a fixed liturgy, but only a model form for public worship, designed as a sort of skeleton to be variously filled up according to the discretion of individual ministers. The only portions of the routine that are never varied in words, are the Sanskrit Chant which commences the "Adoration," and the "United Prayer," which is also partly taken from the Hindu Scriptures.

The private prayers which follow the services have been written by leading Brahmos, and the whole collection has been reprinted from the Calcutta editions, in the hope that it may assist in quickening the devotional life of English Theists.

S. D. C.

CONTENTS

Congregational Service.

[*The Service begins with a Hymn.*]

INVOCATION.

[*By the Minister.*]

The great, holy, and merciful spirit of God is around us, filling all this space, and our hearts within us We have met here to worship and adore Him. Let us with tranquil hearts and humble, earnest minds, approach Him, and meditate on His glory. Let us sing His praise with gratitude and love, and offer Him the tribute of our united prayers. Let us realize His awful presence, behold Him face to face with the eye of faith, and ask deliverance from sin and sorrow. May the merciful God prepare our hearts for His holy service, and respond to our humble prayer.

[*Another Hymn is here sung.*]

ADORATION.

[*Sanskrit Chant by the Congregation.*]

Satyam jnánamantam Brahma,
ánandarúpamamritam yodvibháti;
Shántam shibamadvaitam,
shuddhamápapabiddham.

[*Translation*]

As the True, the Wise, the Infinite, the Blissful, and the Immortal, He revealeth Himself. He is the Peaceful and Merciful God. He is One without a second He is Holy and beyond sin.

[*By the Minister.*]

Truth:—Thou art the true and living God. Thou art the source and support of all things. The whole universe lives in Thee, and unto Thy glory. From Thee all life springs, every living object is preserved by Thy power. Without Thee who can move, or act, or live? Thine awful and living presence pervades all. Apart from Thee all else is dead and spiritless, vain and false. Thou, O God, art the life of our lives, Thou alone art real and abiding.

Wisdom :—Thou art the Supreme Intelligence; formless, and unseen, yet manifest in Thy wisdom. All creation proclaims the greatness of Thy designs, and the wonders of Thy law. Before the ever-watching witness of Thine omniscient eye, all things lie revealed to their depths, and the secrets of our hearts are fully known. Thou, O Lord, dost behold all our sins and sorrows. In the light of Thy presence we can hide nothing. Thou art the all-seeing Witness, the omniscient Indweller of our hearts.

Infinity :—Thou art the Eternal, Infinite God. Space cannot bound Thee, time cannot measure Thy beginning or end. The heights and the depths of Thy nature who can fathom? This vast universe surrounds Thy exalted throne, and the praise and adoration of all worlds rise before Thee. Thou dost transcend all being, all speech, and all thought. Thou art great, glorious, and incomprehensible, all-pervading, and perfect.

Blissfulness :—Thou art the source of all joy and peace; the heart rejoices and is sweetened in Thy presence. Thou givest gladness to the poor, and comfort to the bereaved. The sick and

the weak receive much rest in the thought of Thee; and the dying receive their last hope from Thee. In the very utterance of Thy blessed name, O Thou bright and beautiful God, there is joy and peace ineffable. We seek to behold Thee, and bear Thy Spirit within us, because Thou art ever blessed, and the ever-living fountain of delight.

Mercy:—Thou art good and merciful. A father's affection, and a mother's love are in Thee—infinitely more than a father or a mother can feel, Thou feelest for us. All earthly and spiritual good flows from Thee; with what tender care dost Thou feed and tend all men! Even those who acknowledge Thee not, and offend Thee every day, enjoy Thy goodness. The sinful and the vile Thou dost not desert. Thou art the loving and forgiving God, Thou art the Father of infinite mercy.

Unity:—Thou art One without a second. Alone didst Thou create, alone dost Thou sustain, and govern all. Without Thee there is no one else that can help, and lead, and save our souls. None can be compared to Thee. None can stand as equal, or as second in Thy presence.

Uncounted beings and souls adore Thee, and Thou alone receivest their praise and worship. Thou art one King over all, one Lord, one Saviour, one help and hope in this life and in the next.

Holiness:—Thou art holy; Thy nature is immaculate, not a single sin can touch Thee. Thou art the source and the standard of righteousness; whatever Thou willest is pure. In the hallowed glory of thy purity, the gloom of the sinful heart is dispelled; in the very thought of Thee the mind becomes pure. O Thou King of righteousness, Thou judgest and dost punish the guilty; the wicked are humbled in Thy unflinching rule. Thou art the just and holy God, the Guide, and Saviour of the penitent soul.

We glorify Thee, we adore Thee, we praise Thy name, and humbly resign ourselves unto Thee. O God, Thou art the Guardian of the faithful, the Friend of the poor, the Father of all families, and the Saviour of all sinners,—we humbly bow down to Thee.

SILENT COMMUNION.

[*By the Minister.*]

Let us now for a few minutes meditate, in the

silence and secrecy of our hearts, on that awful Being to whom we have offered our adoration. As the Soul of our souls, as the Life of our lives, He dwells in this tabernacle of flesh, and will abide with us through all ages. Let us abstract our attention from all outward and sensible objects, draw our vision within ourselves, and there penetrating into the darkness and solitude of the inner world, view the depth of the Divine nature seated within the profoundest places of our reverence and faith. And thus may we be made worthy of His eternal communion.

[*Silent communion for some minutes.*]

UNITED PRAYER.

[*Chanted together standing.*]

Lead us, O God! from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. O Thou Father of truth, reveal Thyself before us. Thou art merciful, do Thou protect us always in Thine unbounded goodness.

Shantih: shantih: shantih.

Peace! Peace! Peace!

Prayer for Universal Salvation.

[*By the Minister alone standing.*]

O Great Lord of the universe! We humbly stand before Thine exalted throne, and pray for the well-being of the whole world. As Thou hast offered unto us Thy blessed religion, from which every day we acquire truth, joy, and righteousness, so do Thou spread its shelter over all nations. In the heart of every man and woman, in every household, and in every land may Thy holy temple be upreared, may Thy light blaze forth, and Thy greatness be glorified for ever. Do Thou, O Saviour, deliver all mankind from every manner of error, superstition, impurity, and false religion, and diffuse everywhere the peace and truth of Thy Theism. Extend Thy grace upon our near and dear ones, upon our households and country; upon friends and foreigners; upon those who do and do not favour us, and upon all souls that dwell in this world, and in the next. O Lord, bind all men and women in the everlasting and holy bonds of Theistic brotherhood; teach them to live as one family; and may thus Thy kingdom of heavenly love and peace be established.

Brahmakripâhi kevalam.

God's grace alone availeth!

[A Hymn is here sung, followed by a recitation of Texts from Hindu and other Scriptures. The Minister then delivers a Sermon, and ends it with an appropriate prayer.]

[BENEDICTION]

[By the Minister]

May the merciful God, who, present now in spirit, hath heard and accepted our worship, bless us, and grant our prayer of this day! May He for ever preserve the worshippers of this Church in His holy religion, and send peace and purity into our hearts. Merciful God, give us the shelter of Thy love. We all, brethren and sisters, with united hearts, in love and in faith, humbly bend ourselves before Thy blessed feet.

[The Service concludes here with a Hymn.]

Family Service.

INVOCATION.

[*Hymn.*]

Our Heavenly Father presides over this household. The thrilling and august presence of His Spirit pervades our domestic sanctuary. Let us feel the reality of that presence, and lay our hearts in humility and love before Him. Let us, as members of His household, surround His holy throne, glorify Him, worship Him, and offer unto Him our heart-felt prayer.

[*Hymn.*]

ADORATION.

O Thou living God, the whole universe standeth and moveth in the awful truth and power of Thy being. Our bodies and our souls live in Thee alone. As the Life of our lives, Thou art present without us, and within; what sins and sorrows can we hide from Thy all-searching gaze? O Thou Eternal Witness of all things, before the majesty of Thine infinite nature

and attributes all creation stands awe-struck; nothing can measure Thee, neither speech, nor thought neither space nor time! Yet sweet and tranquil is Thy presence, which soothes the troubled mind, and gives rest to the weary. Our hearts are radiant with joy to approach Thee. Because Thou art our living and merciful Parent, and dost delight to bless us, and make us happy. Thou feedest even the ungrateful, and the wicked Thou dost not desert; who is like unto Thee, O Lord? In mercy, in goodness, in power, Thou standest Alone, and without a second. All worlds proclaim the glory of Thy name, and Thine only We adore Thy holiness, most righteous God, we tremble before the unapproachable sanctity of Thy glorious spirit. O Thou Saviour of sinners, Thou Friend of the poor, we crave Thy protection, we depend upon Thee, and bend low to the dust before Thee.

MEDITATION.

Let us now in silence seek our God within our hearts. He dwelleth and will ever abide there alone and in silence. His Spirit filleth our spirit. Let us gaze at Him with the suppliant's attitude, till He manifests Himself, and vouchsafes us His silent communion within the soul.

United Prayer.

[*Chanted Together.*]

Lead us, O Lord, from untruth to truth, from darkness to light, and from death to immortality. O Father of Truth, manifest thyself before us. Merciful God, protect us always in Thine unbounded goodness.

[*Hymn.*]

Family Prayer.

[*Chanted Together.*]

Our Merciful Father, we assemble in family worship before Thy sacred altar, and take Thy great name in all humility. Enable us to behold Thee, and to offer Thee our love and gratitude, so that our hearts may be purified. O God, we are Thy children, Thy sons and daughters, Thy servants all. Give unto us Thy shelter, and make our family a holy and peaceful household. May we always love and honour Thee as our Father, and regard and help each other according to the tenderness of our relations. Father, deliver us from anger, malice, selfishness, and love of the world, and teach us to devote our entire life to the

obedience of Thy holy will. May we as Thy faithful children, find Thee always in our midst, and enjoy the blessed tranquillity of Thy beloved household.

Benediction.

The God of truth and mercy, whose Spirit doth always and everywhere overshadow us, has been present at our worship. May He vouchsafe unto us His grace, and His blessing for the day.

Most holy and loving Father, accept the humble tribute of our praise and prayer. Enable us to receive Thy blessing in the right spirit, and suffer us, in meek dependence and trust, to resign ourselves unto Thee entirely. Good and holy God! we humbly bow before Thee. Amen.

Matins and Vespers.

MORNING PRAYER AND PRAISE.

Mine eyes unclose to see Thy glory, O Father of light! I shake off the sloth and slumber of night to find Thee, and to work for Thee in the field of Thy world. How beautiful and ennobling is Thy sunshine! Thy blue sky and floating masses of silvery clouds, how pure! How joyous and tranquil are Thy birds; how soberly the cattle go to their pasture; trees, plants and flowers, how sweet all! This world is wondrous. The pæans of praise rise spontaneously from my heart as I look about with rapture. Affection, gratitude, joy, and love fill me with one impulse. Oh, let the whole world rise with me to glorify the God of love, and sing His praise! Father, keep me from temptations to passion and sloth during the day, keep me from unthankfulness and hardness of heart. Enable me to be forgiving and tender, grave, decent and instructive to all with whom I may be brought in contact. Teach me to hate sin and love the sinner, to bear with oppression and injustice, and feel triumphantly

strong by Thy help in a faithful sense of duty. May I love all men as my brothers, all women as my sisters, and all children as emblems of innocence. To Thy name I ascribe everlasting glory, morning, evening, and night.

EVENING PRAYER AND PRAISE.

The day is now spent, O Lord, and the shades of returning twilight overspread the face of nature. At this solemn hour I once more raise up my heart towards Thee. Permit me to offer unto Thee my thanksgiving for all the good things I have enjoyed to-day. Enable me to feel Thy presence in a way proper to this time. Lord, after having laboured the whole day, I now pray for rest and peace in Thee. Fill my soul with calmness and gratitude, and with purity of conscience. Say, O Lord, that thou dost accept of my day's service. What I have done is, I know, small and inadequate, and I could have and should have served Thee with greater diligence and earnestness. But, O Father, I shall feel exceedingly blest if thou dost acknowledge me to be Thy servant, and dost regard with approbation the little I can do for Thee. Father, dispose me to keep the evenness of my spirit. May I never forget

the duty of devotion while working in Thy world, and in the sweetness of devotion may I never forget the very important duty of a strict and faithful service. May I never work and spend the day to please men, or to please any fancy of my own; but whatever I do, may I do to obey and to glorify Thee. In Thy service, as in Thy worship, may I feel equally blest and equally strengthened. O Lord, at this sacred hour of eventide, when the whole country is engaged in glorifying Thee and chanting Thy great name, I meekly and trustfully prostrate my heart before Thy throne, and wait for Thine assurance, blessing, and grace.

MORNING THANKSGIVING.

We receive with thangsgiving, O Lord, Thy gift of another day. We thank Thee that Thou didst protect us last night in the helpless hours of sleep; we thank Thee for the health and spirits we now enjoy; the friends that we see, and the happiness which we hope to receive during the day. We thank Thee for the noble sun which throws about its golden lustre, and for all that is good and beautiful in life. Keep our family from sin and sorrow, and as our morning has dawned, so may our day end, in thanksgiving and love.

EVENING THANKSGIVING.

God of goodness and love! In the shades of the closing day, I stand with a grateful heart before Thy holy throne. Thou hast led me through the long hours of this day in Thine appointed path, and Thou hast preserved me from much harm and evil. Thou hast given me my day's share of happiness and joy, and O good Lord, how can I recount Thy many mercies shown to me every hour? Accept my filial love and faith, and my heartfelt praise for Thy goodness. I humbly confess, O Father, that I have not been able to act according to Thy will always. I have said, and done, and thought much that is wrong. Forgive me my trespasses, grant me the fidelity and the strength of will to serve Thee, and as day passes after day, draw me nearer unto Thee in spirit and in life.

MORNING PRAYER.

Merciful God! I rise to adore Thee in the blessed light of this new morning. During the unconscious hours of sleep Thou didst protect me from danger and death. Accept, O Lord, the tribute of my love and gratitude, and suffer me to approach Thee, and cast myself at Thy feet. During the many hours of the

approaching day, be Thou my guardian and guide. From impure thoughts, evil words, and vicious actions, O good Father, protect me, and keep me engaged till night in Thy holy service, in obeying Thee, and being faithful to Thy will.

EVENING PRAYER.

Another day closes upon me, O Lord, and the stillness of night creeps upon my soul. The birds and beasts are seeking their places of shelter, and all who toiled in the busy scenes of life are coming home to repose. I seek repose in Thee, O my Father, and want to consecrate to Thee the humble work of my day. Father, bless me that I may labor for Thee day after day with greater cheerfulness and fidelity. I thank Thee that Thou dost offer me protection from the vice of idleness, and that Thou dost daily teach me the glory of Thy service. For my many shortcomings and sins during the day I humbly ask Thy pardon. Father, morning or evening, may I ever feel blessed in the consciousness of Thy grace. Be with me in the hours of darkness, protect me from all unholy thoughts, from all fear and doubt. Waking or sleeping, may I find myself in Thine embrace. Promote my union with Thy children, bind our hearts

together, and teach us to work together to Thy glory. Now, O Father, in the approaching solemnity and darkness of night, may we repose in gratitude and meekness of spirit. And unto Thy blessed name, be praise and glory for ever!

MORNING PRAYER.

Father of light, great and merciful God! I do humbly prostrate myself before Thy awful presence in this lovely season of morning. Thy heavens burn in gold, Thy breeze wafts balmy tranquillity, Thy birds sing; everything calls me to work in the world. My heart is full of Thee. From Thee energy, love, and strength greet me. My soul bounds with joy at the thought that I can serve Thee. As sleep comes to soothe my weary limbs in night when I want repose, so cheerfulness and fidelity inspire me when I rise refreshed in the morning again. All that thou doest for me is good. Enable me to thank Thee, O Father, when Thou givest me food and drink at the time of hunger, when thou givest me sweet instruction in the happiness of friendly conversation, and wisdom from the great book of nature and man. And for all the little good that I can do during the day, give unto me the spirit of gratitude and filial

love. Oh! what a glorious privilege is it to be Thy child! Father, so teach me that I may work with body and soul for Thee and for Thy world. Bless me that I may be contented, that I may make every sacrifice for the cause of truth, and that however hardly I may fare, I may not scruple to lay down my all at Thy command. Make my purposes noble, my resolutions firm and true, and my love ever intense. Thrice glorified be Thy great and beloved name!

PRAYER AT MIDNIGHT.

At this time of profound peace, O Great God, let me humbly approach Thy holy throne in reverence. All nature is hushed in repose, darkness veils the face of creation, but Thy living sleepless Providence watches and bends over all. Thy thrilling presence pervades this midnight gloom. Thou art more glorious than the light of noonday, and Thou art deeper than the surrounding darkness. In Thy presence there is no fear. The silent stars proclaim Thy wisdom, power, and eternal majesty, in language which I wonder to understand. I see Thee in all, and all in Thee. Thy relation with the soul is deep, unearthly, and eternal. Thou art the source of my being and

destiny. O strengthen me for the work of my life, breathe into me Thy spirit, and utter Thy commandments in my soul. Teach me to be contented in Thee whether prosperity cometh, or adversity doth threaten. Strengthen me to proceed to do Thy will without regard of consequences. Strengthen me to conquer my evil desires and idleness, and to retain in my heart that moral purity, the reflection of Thy righteousness, without which life is inanimate. Lead me, Father, to love Thee, to love virtue, to love all good men, and to be indulgent to those who treat me with unkindness. Prepare me in the dark season of danger and death to lay all that I love in this world before Thy feet. When Thy service requires such sacrifice as I am unable or unwilling to offer, may the consciousness of Thy love and of Thy presence uphold my drooping spirit. Bless the sleeping world, bless my sleeping beloved ones. O Thou whose pavilion is darkness, Thou who art the Lord of light, glory be unto Thine awful name for ever and over.

Sin and Renewal.

THE LORD OF JUSTICE.

O King of kings! having broken the holy law of Thy kingdom, I have become a criminal. Behold, Thy rebellious, wicked subject is brought before the throne of Thy justice. Lord of the Law! I am trembling in fear; there is no limit to my guilt; there is no sin which I have not committed in my heart. O righteous God! I know that Thou wilt punish me terribly; but, Father! by whatever means Thou seest fit, deliver Thy unhappy child from the tyranny of sin.

SECRET SINS.

O Thou Physician of the soul! Tell me what shall save me from these secret sins. I cannot bear any longer the deep pain in my soul. I have made many efforts, but nothing has cured me of the old disease of my heart. By Thy grace much of my speech and outward conduct has become pure, but still I have not been able to overcome impure thought

and unholy desire. O God, pierce my heart in every part with the sharp weapon of Thy justice, and administer such remedy as may effectually cure my hidden disorder.

GOD'S WORD.

It is hard, O Father, to follow Thy commandments. Not that Thou dost wish us to do anything that is beyond our power, but because our false hearts misinterpret Thy will, and men oppose us in doing Thy bidding. Our souls affect not to hear Thee, when Thou art heard. And men say, lo! it is not God's word. But when we are in difficulty, Thou dost counsel us, if we will but hear Thee, and givest us Thy safe-guard, if we will accept it. Good Lord, so dispose our erring hearts that we may be able to hear Thee in the time of danger and uncertainty, and what is more, may act according as we hear. The consequences of obeying Thy commandments are in Thy hands, and we need not calculate them, nor need we calculate our own unworthiness or worthiness. The unworthiest are fit to be Thy servants, and the very worthiest are rejected by Thee. It is Thine own will by which Thy commands are fulfilled; blessed are we if we can be Thine agents and servants. May we

by Thy help attain that glory, for it is glorious to be able to do as Thou dost command.

REPEATED FALLS.

I am repeatedly falling into sin. O God, do Thou dispense unto me the remedy for this disease. Thou hast many times raised me from the mire of sin, and washed me with the waters of Thy righteousness, but I have, by my own fault, plunged myself into that mire again. O Thou Lord of the poor, vouchsafe unto me such strength that I may never more suffer such moral and spiritual overthrow, but may always live and prosper in the spirit of Thy purity.

CONFESSION OF SIN, AND PRAYER.

Every day I try to approach Thee in prayer, O my Father, and every day I fail. I may shed a few tears, and experience a few feelings of devotion, but my heart is not satisfied. With all the tears I have wept, my heart is as unregenerate as ever. Not a single good wish of my heart is yet accomplished. Thou seest all, my Father. I have not improved my soul—I have not improved my life—I have done nothing for Thy children. And who knows that I shall not die to-morrow? O my God, what shall I do? I have lost everything.

How shall I do Thy work? Show me, my Father, what is wanting in my faith to make me good. I am ashamed to name my imperfections before Thee. Thou knowest how timid and inconstant I am. Thou knowest I possess no gravity, no calmness of spirit. I have no love, no forgiveness. My vanity Thou knowest, and how easily my vanity is offended Thou knowest also. My unspeakably impure thoughts and imaginations Thou seest; my secret worldliness, and my selfish love of ease are not hidden from Thee. That which I call my religion is often imagination and self-worship. Thou art aware that I have never made any sacrifice worth the name. Thou art also aware that I wish to be flattered by my neighbours, and that I flatter them to obtain that flattery. I falter before Thy searching presence, and bow my head to the dust. I have no words to express my feelings, I do not know how to pray. O my Lord, deliver me from this condition, O deliver me! Thou art the Saviour of sinners, I know no other; I look up to Thee therefore in great sorrow and hope.

PRAYER FOR STRENGTH AND CONSOLATION.

O Father of weak and sinful men, good and infinitely merciful God, my soul is weary and sick. I humbly bend my head before Thy feet, and beg from

Thee strength and consolation. I beg from Thee that heavenly-minded calmness which shall bear me through all the struggles and afflictions of life. I crave protection from unsteadiness of spirit, and weakness of purpose. At this dangerous season of manhood, I crave protection from the sway of the passions. Thou art ready to help me always, why then do I falter, and grow so powerless? Thou wilt heal my broken heart, why then do I grow melancholy and despairing? I know Thou wilt give me Thy love, that love which conquers everything for good. O Father, how shall my old self be changed, and every undue desire of comfort go away! I crave that my body may be spent in Thy service, and that the powers of my soul may work for Thine ends without ceasing. This present time is awful—Thou knowest, more than all, how awful it is. Why then should I still idle away? Thou art Almighty, O Lord, do Thou raise me up. O what shall move me? There is none more worthless than I am, there is none more loving and forgiving than Thou art. Father, inspire me with Thy strength, Thy love, and Thy peace. And I shall bless Thy name for ever and ever.

THE GOD OF DARKNESS AND LIGHT.

Thou art the God of darkness, O Lord, and Thou

art the God of light. Yet away from darkness and light, Thou dost dwell in the ineffable glory of Thy nature! I sought Thee in the wide bright world, but found Thee not; I sought Thee in my dark dreary heart, lo! Thou wert not there. My prayers have often gone forth, and returned fruitless. Where art Thou, my Father, I cried in the bitterness of my spirit, why hast Thou forsaken me? Then came Thy voice, solemn and silent, and Thy hand held my arm. Into the still and hidden recesses of my being Thou didst lead me, and there in unspeakable darkness and light Thou didst manifest Thine awful presence. Hushed and trembling I stood in my sinful consciousness.—Lord, how shall I approach and bear Thy glory—what am I, what art Thou? Great God, dispel the darkness of my heart, and defeat the light of my imagination. Darkness cannot hide Thee, nor can light reveal Thy being. Dwell where Thou hast manifested Thyself before me—dwell in the deep, untrodden regions of my soul. Oh! there enable me ever to hear the hallowed music of Thy voice, before which all other sounds are hushed—there for ever, O Lord, enable me to behold the beauty of Thy face, before which no other beautiful object can shine. Dwell in my love, reverence, and faith for ever.

AN HUMBLE OFFERING.

Lord of the faithful! Father, and Mother, Life of my life, do Thou condescend to accept what a poor man has to give Thee, the offering of a divided love and an infirm faith. Many, worthier than myself, have pleased Thee with an entire consecration of their existence, but I, unfortunate man, can only offer a broken heart, and imperfect devotion. This offering is indeed unworthy of me, far more of Thee; of this offering I am ashamed. But hearest Thou not the cry of the sick and the faltering, dost Thou not lift the fallen by the hand? O Lord, say that Thou dost accept my humble gift. Bless me with hope and with grace, for without Thy blessing I lose the essence of life, all my help, comfort, and peace. Grant that to the lowest depth of despair and sorrow, I may keep my faith unshaken.

PRAYER FOR RIGHTEOUSNESS.

I humbly thirst after righteousness, O merciful Father, and I trust that Thou wilt fill me. All that makes life pure rests with Thee. The soul in all its aspirations finds satisfaction at Thy feet. Let me possess purity of conscience amidst the temptations and follies of the world, and enable me, in all circumstances, to keep up the energy of spiritual life.

ABIDE WITH ME!

Often, and often, O my God, have I prayed to Thee for various wants that I have felt. But one prayer I have not yet laid before Thee with sufficient warmth. Lord, abide with me. I pray to feel Thy real presence within my soul, to feel Thee moving and guiding my spirit in all that is good and pure, to feel Thee checking and withholding me from all that is vile. I know Thou dwellest in my heart, but why can I not behold Thee there always? It may be, O God, because I cannot honour Thee sufficiently that Thou choosest to keep Thy presence secret within me, that I may not, by disobeying Thee openly, incur grave penalty and retribution. Because Thou knowest, O God, that I have determined to disobey Thee. But my Father, shall I never know how to honour, love and obey Thee? Shall I ever keep my heart in a state unworthy to feel Thy presence? When dangers come, when great difficulties arise, when death comes near my door, say, my Father, what will help me, what will save me, except the consciousness that Thou dost abide in me? In the pursuit of Thy service, as well as in real sorrow, uneasiness, and disease, Thou knowest how human friendship fails, and is often turned

into gall and bitterness. In such seasons of excessive trial, say, O Father, what can console me except the faith and the feeling that Thou dost abide in me? When I was young and innocent, I remember now whose presence it was that filled my spirit with such continued brightness and joy. I felt it then, though I knew it not. I know it now, O my God, but feel it not. Yet Thou abidest with me the same as ever. What happiness have I in being blind to Thy presence? My God, my God, reveal Thyself within me and without, and let me live in the light of Thy face. Give me such a mind, and such a heart that I shall not be ashamed to behold Thee always, a heart which Thy felt consciousness will not condemn, but will purify, brighten, and ennoble. Lord, abide with me always!

Duties and Trials of Life.

THE NEW YEAR.

O Thou my Father and Creator! Mercifully preserve the life Thou hast given, and lead it, as year passes after year, to that dear Home where the weary and heavy laden find their rest. In my humble efforts to be virtuous, give me Thine aid, and in all my misfortunes bless me. When amidst the dangers of life and temptations to sin, I appear to lose firmness and strength, as I always do, may I humbly ask Thy protection. The prospect of the whole year is before me, its enjoyments and its hazards. At this solemn season I consecrate my heart to Thee, and yield myself to Thy leading. Amidst life and death, amidst joys and sorrows, O Lord, protect me. Whether I end this year here in the world below, or in eternity, may I be with Thee, blessed with peace and salvation.

THANKSGIVING BEFORE MEALS.

It is Thou, O bountiful Father, by whose mercy I obtain my daily food. To nourish me, and to give me

happiness, Thou hast provided me with these good things. Accept my gratitude for them, and permit me to enjoy them as Thy blessings.

PRAYER FOR A FAITHFUL LIFE.

Lord, so long as it pleases Thee to bless Thy humble servant with the good things of life, may I thankfully accept and enjoy them; and when at last comes the day of darkness and suffering, may I not be faithless to Thy mercies. When the rod of Thy will breaks this poor heart, may it not be for a moment disposed to shrink or hide itself, but rest in humble hope, relying upon Thee. Lord, I claim no reward for my righteousness; the little I possess deserves naught. Only give me the protection which a poor sinner receives from Thee, the help which Thou givest to Thy pathless and penitent children.

PRAYER OF THE ORPHAN.

Deprived of a mother's love, and of a father's protection, to Thee alone I look up, O Thou Parent of the poor! Behold, I have no one in this world whom I may call my own,—neither friend, nor brother, neither sister, nor relative. Those to whom nature had bound me, have turned my enemies, and cast me aside. The few who loved me have departed from this world.

My God, what comfort and consolation have I in life, but in Thee? Thou art the light of my darkness, and the companion of my soul in heavy misfortune, and in utter solitude. If I had wealth and honour, friends and supporters, perhaps I might not seek Thee. But now, having nothing, and no one to help me, whither can I go, but to Thy door? Accept me, most merciful God, and enable me to find shelter at Thy feet, in life and in death. Lord, the world hath forsaken me, be Thou my world; be Thou my Mother, Father and Friend, so that I may feel the want of nothing, as long as Thou art at my side. Of Thee, this blessing do I crave, that I may never, O good God, forsake Thee.

GRATITUDE TO GOOD MEN.

I meekly stand before Thy throne, O Father of goodness, and offer Thee my sincere thanksgiving for placing me in the midst of so many good men. Thou alone art my Guide and Teacher, it is true, but how can I withhold my gratitude from Thy children who have so deeply influenced my life? Many a lesson of truth they have taught me, many an example of purity have they shown me. But for their aid in my spiritual life, Lord, I should still have been a

very bad man. Teach me therefore to honour holy men, and enable me to be like them. Of all Thy gifts, these pure souls are the most precious, for they are living images of Thy glorious face. Enable me to be in their midst always, make me worthy to appreciate, admire, and love them. In their company and communion, may I realise that kingdom of heaven, which thou wilt one day bring upon earth.

IN AND OUT OF CHURCH.

When I worship Thee, good God, in Thy temple, my heart is full of sweetness and purity, but as soon as I leave that place, and enter into the world, I lose that heavenliness of mind. My worldliness and want of faith, and deadness of heart return to me. Deliver me from this difficulty of life. So bless me that I may behold Thee, not only in Thy holy church, but outside it also in my home, and in the world at large. May I, as Thy faithful worshipper, delight in Thy adoration and prayer, and may I, as Thy dutiful servant, be always fired by enthusiasm in doing the work that Thou dost appoint. I will behold Thy loving face with mine eyes, and do Thy righteous will with my hand.

REVELATION.

As in olden times, O Eternal God, Thou didst vouchsafe to commune with Thy servants and prophets, instructing them as their Teacher, and commanding them as their Master, so do Thou bestow the same mercy upon me. I am weary of hearing men's different opinions; their errors, and misleading counsels distract me. Let all others be silent. Do Thou only, O my Good Teacher, speak in my heart, for I would listen to Thee, and keep Thy word.

PRAYER IN A THEOLOGICAL SCHOOL.

O Thou Great Teacher! we have assembled in this place of instruction to learn Thy true religion. Be Thou our help and guide, and enable us to accomplish our purpose successfully. On one side of us there is infidelity and doubt, and on the other side there is idolatry and superstition. Deliver us from both these kinds of error, and illumine our minds with the light of truth. And as Thou dost affect our intellect, O Lord, so do Thou affect our hearts, that we may avoid all hardness and uncharitableness of feeling. Our Father, bring all our strength and

energy under Thy subjection, and make us always ready to discharge all the good work which Thou dost command. Teach us to live in everything as Thy faithful disciples.

PRAYER FOR SERVICE.

Father of the poor and faithful, omnipresent Witness of human actions and thoughts, condescend to grant a poor man's prayer. Harden my soul and body with righteous resolution, that I may leave no exertion untried to serve Thee. Make me self-sacrificing that I may, if need be, desert family, friends, wealth, honour, country and all things for the sake of truth. Make me a devoted servant of Thine, and exact every gift I possess for Thy service. If my unrighteousness should withhold aught, I would depend upon Thine almighty strength to lead me to the right. O Lord, help me on, and enable me to help myself.

PRAYER FOR TRUTH.

O great God, descend in mercy upon Thy holy church, and fill it with the spirit of truth. Without Thy constant and ever-living aid, without Thy glorious presence realized in the heart, how can we, in the midst of so much opposition, uphold Thy cause? The greatest

opposition, O Father, comes from our own hearts, from our own indifference, unfaithfulness, and decline of spiritual life. How shall we prove worthy of Thy house, in the present condition of our lives? Show us, O Lord, where the truth lies, and enable us to tread in the path that leads to it. We have become weak and weary on account of our many internal struggles, and men have arrayed themselves against us, and our hearts, on account of our natural differences, want to stand apart. There is not much of unity or love amongst us, and our hearts are full of bitterness. Thou knowest we cannot pray to Thee in the right spirit, and approach Thy Throne in that faith, love, and earnestness, without which no worship is acceptable. The world's anxieties fill us, and its troubles leave us not much rest. In our houses we do not find peace, and friends and relatives often vex us sorely, and are themselves filled with vexation. Owing to the poverty of our souls Thy church progresses not, and men lay accusations against it. At such a season of darkness and danger, O our Father, we look up to Thee for help and rescue. Suffer not Thy truth to depart from our midst, suffer not Thy spirit to be grieved away by our shortcomings. But make us worthy of Thy truth. O God, let Thy truth influence our feelings and the secret springs of

our action. Create in us that earnestness in the pursuit and in the faithful adherence to Thy holy truth without which no religious community can prosper in the world. Lead us away from our selfishness, vanity, and overweening reliance on our own judgment, which blind our eyes to the truth of Thy commandments. No man can attain Thee by the power of his intellect, or by much service, or by long prayers. Thou alone canst lead man's spirit to Thee, according to Thy will, through faith, dependence, and earnest watching. O good and holy Father, inspire us with such faith and dependence, and reveal unto us that path through which Thy blessed church is destined to advance through endless ages. Make us true and faithful to Thee at every sacrifice, and let our sole reward be in knowing and doing Thy will, for Thy will is always pure and true.

PRAYER IN DIFFICULTY.

While we are in difficulty, it is glorious to pray to Thee, Father of goodness! Then worldly influences affect not the heart and imagination, then no worldly hopes breed false complacence, and we stand in the bare dignity of our souls before Thy presence. Dependence upon Thee becomes then an originality, and Thy Father-

hood is strongly realised. To the world we look as a place to be borne with, and to Thee we look up as the Only Reality to be lived for. Then is the time to make our will Thine, and Thine ours, in conscious love and goodness. Then is the time to solemnly act upon Thy ubiquitous aid and promise. That is the time of courage and resolution, of miracle and conquest. Now that I am in this position of difficulty and trial, I humbly crave strength, sincerity, faith, meekness, and absolute dependence upon Thee. Enable me to glorify Thee under the awful trial that awaits me. Enable me to persevere in reliance upon Thee undoubtingly. However appalled I may be, and however glaring my weaknesses may seem to the world, may I, by the power of Thy blessing ever come forward when Thou callest me to labour in the field of Thy work.

PRAYER OF THE PERSECUTED.

O God of Truth! reveal Thy face unto me at this time of terrible trial. My parents, friends, and relatives have deserted me as a heretic, and the door of my worldly welfare is closed. For acknowledging and obeying Thy truth, I am hated by all men, and cruelly persecuted. Protect me, O my Father, that I may not

be led by fear or temptation to forsake Thy standard. If it be necessary to leave all for Thy sake, and beg my bread from door to door, still may I not hesitate. O God, this I pray : If for the truth's sake it be needful to die, may I. bathing Thy feet in my blood, quit the body with joy!

Death and Heaven.

PRAYER IN THE DECLINE OF LIFE.

Holy God! in the day of danger and sorrow, when my forlorn heart was forbidden to unfold its sufferings before human sympathy, Thou didst deign to comfort me. How can I forget Thy loving-kindness? Give unto me, I crave, Thy protection now when I feel the decline of life. The time of youth has been spent in thoughtlessness and mirth, and in manhood I have not served Thee as I had the power to do. My heart is therefore sore now, and unprepared for death, and my soul is in distress. In the warmth of vernal life I had vainly hoped to be happy in the pleasures and affections of the world, but I find now, so late, that without God there is comfort nowhere. Suffer me therefore, O kind Father, to fall at Thy feet, and cling to Thee, for the few remaining days of my life. Prepare me to meet death. I have known from experience that Thou lookest with much compassion upon the poor, and that the humble heart finds rest in Thee. I look up, and hope

for these blessings now, when, leaving friends, relations, and dear ones in the world, I am about to enter the awful scenes of eternity. How I wish I could do all those duties which lay in my path; how I wish I could love Thee more, and serve my fellow-men better, and more faithfully! But the time of vain lamentation is gone, and my soul craves to throw itself upon Thy forgiveness, and Fatherly love. Accept me, good Saviour, for I am pathless, and perplexed, and various wasting anxieties oppress me. Father, accept me, and add me to the number of those who without any merit of their own, have been saved only by Thy healing mercy.

PREPARATION FOR DEATH.

Thou who hast tied me by a thousand sweet relations to life, give me the will to prepare for death. The stream of life flows out fast, as day passes after day, and the time of departure draws near. O Father, to Thee I must go, but before I go, teach me to make my humble preparations. Enable me with faithfulness and with despatch to discharge my duties to myself, to my fellow-men, and to Thee. In life, O merciful Father, I often walk amiss; let me retrace my steps to Thee. Recall the prodigal son back to Thy home in

heaven. Gracious Lord, receive this prayer of Thine erring child, and enable me to bear the pain of the last separation. What Thou gavest to me, teach me to give back to Thee. Though my heart breaks to think of leaving all for ever, I yet yield myself in humble resignation at Thy feet. Protect my family and friends in my absence, and fill my place in their hearts. May my house, when I am gone, resound with Thy worship and praise, morning and evening. When men remember me, may they be warned by the shortcomings with which I have had to contend, and may they be led to hope and believe by recollecting Thy many mercies upon my unworthy life. With my many errors, sins, and short-comings, and with the sense of Thy blessing and forgiveness I stand before Thy throne, that Thou, O Father, mayst make me ready to leave this world, and meet Thee in the realm of eternal life.

DEATH-BED PRAYER.

Merciful God! The days of my life now draw to an end, and my death is very near. My body has grown feeble, and my senses have lost their strength, and the power of speech faileth me. Parents, friends, wife, and children take farewell of me, and their forms grow dim, and there is lamentation on all sides. Where

art Thou, O Saviour of the sinful! Reveal Thyself before the eyes of Thy wayless child at this extreme moment, near my deathbed. I leave everything behind me now, Lord,—wealth, honour, fame and fortune, and even this body which I took so much care to nourish, must remain behind. I feel now that besides Thee, I have no one to look up to. O Thou who dost command death, give me shelter and rest at Thy holy feet, and take me with Thee to the blessed mansions of immortality.

PRAYER FOR THE DEAD.

O Thou source of eternal life, ever-true and ever-living God! We pray to Thee for the departed spirit that was ere-while with us in this world. Before Thee all souls that are here, or depart hence, are present, and on Thy bosom Thou givest rest to the weary pilgrims of life. Thou hast called away our dear one from our midst: we see him not, but Thou seest him. Preserve the sainted dead in peace, purity, and joy in Thy mansions of everlasting love. Our hearts are heavy with exceeding grief for our beloved one, and the world seems a wilderness in his absence. But as he lives in Thy sight, so in Thy sight let him grow in all that is holy and loveable. Father, give him the taste of that deep spiritual sweetness which follows the direct perception of Thy face, as

Thou art seen in heaven. Now that the days of his mortal life have been numbered, and death has delivered him from the fetters of flesh, O merciful Father, let him realize the supreme truth that all life is in Thee, and that in Thee, O living God, there is the assurance of eternal joy. From sorrow, anxiety, and sin, deliver our beloved brother, and may Thy peace be his portion endlessly and for ever more.
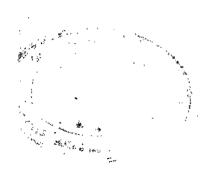
BEDFORD:
PRINTED AT THE "MERCURY" STEAM PRINTING WORKS.